মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়

জাতীয় কর্মশালা-২০১৬ এর সুপারিশমালা

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়

জাতীয় কর্মশালা-২০১৬

‘‘শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা”

প্রতিবেদন

(সুপারিশমালা সহ)

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়

জাতীয় কর্মশালা-২০১৬

প্রতিবেদন (সুপারিশমালা সহ)

সম্পাদনায় ঃ **জনাব স্বপন কুমার বড়াল** (যুগ্ম সচিব)
প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়।

সহযোগিতায় ঃ **১। জনাব কাকলী রাণী মজুমদার**
উপ-পরিচালক (অঃ দাঃ),মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়।

২। জনাব নিত্যজিৎ মহাজন
সহকারী পরিচালক, (প্রশা ঃ ও অর্থ), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়।

৩। জনাব প্রীতিলতা অধিকারী
সহকারী পরিচালক, (প্রশিক্ষণ), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়

৪। জনাব সুবল চন্দ্র মন্ডল
কম্পিউটার অপারেটর, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়।

জাতীয় কর্মশালা-২০১৬

কর্মশালা অনুষ্ঠানের তারিখ ঃ ২৫ জুন ২০১৬ খ্রিঃ।

কর্মশালা অনুষ্ঠানের সময় ঃ শনিবার, সকাল ৯.০০ ঘটিকা।

কর্মশালা অনুষ্ঠানের স্থান জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মিলনায়তন, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।

কর্মশালার প্রধান অতিথি ঃ **জনাব মোঃ আব্দুল জলিল।**
সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

স্বাগত বক্তব্য ও প্রকল্প পরিচিতি ঃ **জনাব স্বপন কুমার বড়াল**, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায়।

কর্মশালার বিশেষ অতিথিবৃন্দ ঃ ১। **ডাঃ মোঃ বোরহান উদ্দিন**, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।
২। **অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী**, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

কর্মশালার সভাপতি ঃ **জনাব শঙ্কর চন্দ্র বসু।**
সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীগণ ঃ

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের (পরিকল্পনা কমিশন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, এন.সি.টি.বি, আই.ই.আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিশু একাডেমী, ব্রাক সেন্টার, আগাখান ফাউন্ডেশন ইত্যাদি) প্রতিনিধি।	৫২ জন
২.	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি	১৮ জন
৩.	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারী	০৫ জন
৪.	প্রকল্পের সহকারী পরিচালক	৫৬ জন
৫.	প্রকল্পের মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর	০৭ জন
৬.	প্রকল্পের কম্পিউটার অপারেটর	১০ জন
৭.	প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার	২০ জন
৮.	প্রকল্পের কর্মচারী	০৩ জন
৯.	মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের মন্দির কমিটির প্রতিনিধি	০৫ জন
১০.	বিভিন্ন জেলার মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র/ছাত্রীদের অভিভাবক	০৫ জন
১১.	মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক	১০ জন
১২.	ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় শিক্ষক এবং হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব (আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, পগজ স্কুল, ইস্কন, ঢাকেশ্বরী মন্দির, শনির আখড়া মন্দির ইত্যাদি)	১০ জন
১৩.	হিন্দু ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ	১০ জন
	মোট অংশগ্রহণকারী	২১১ জন

জাতীয় কর্মশালা-২০১৬

কর্মশালার বিষয় সমূহ ঃ **শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা ।**

(ক) শিশুদের নৈতিকতা শিক্ষা ।

(খ) সনাতন ধর্মীয় ধর্মগ্রন্থ ও শিশু শিক্ষা ।

(গ) সনাতন ধর্মীয় অনুশাসন ও রীতিনীতি অনুসরণে শিশুদের করণীয় ।

(ঘ) শিশুশিক্ষায় দেব-দেবীর পূজা পার্বন ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ।

(ঙ) তীর্থস্থান ও ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী স্থান সম্পর্কে শিশুদের জ্ঞান ।

কর্মশালায় বিভক্তকৃত দলসংখ্যা ও নাম ঃ ০৫ টি (অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তি, তারা, মন্দোদরী) ।

দলভিত্তিক কাজ ঃ

১। দলের নাম ঃ অহল্যা, কাজ ঃ শিশুদের নৈতিকতা শিক্ষা ।

২। দলের নাম ঃ দ্রৌপদী, কাজ ঃ সনাতন ধর্মীয়গ্রন্থ ও শিশুশিক্ষা ।

৩। দলের নাম ঃ কুন্তি, কাজ ঃ সনাতন ধর্মীয় অনুশাসন ও রীতিনীতি অনুসরণে শিশুদের করণীয় ।

৪। দলের নাম ঃ তারা, কাজ ঃ শিশুশিক্ষায় দেব-দেবীর পূজা পার্বন ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ।

৫। দলের নাম ঃ মন্দোদরী, কাজ ঃ তীর্থস্থান ও ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী স্থান সম্পর্কে শিশুদের জ্ঞান ।

সর্ব দলীয় কাজ ঃ প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহনে সুপারিশমালা প্রণয়ন।

শিক্ষা কার্যক্রম
জাতীয় কর্মশালা-২০১৬ এর সুপারিশমালা

বিষয়	নং	সুপারিশমালা	মন্তব্য
(ক) শিশুদের নৈতিকতা শিক্ষা			
	১.	শিশুদের নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবক বিশেষত পিতা-মাতাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে।	কেন্দ্রে অভিভাবক সভার আয়োজন করে প্রশিক্ষণ দেয়া যায়।
	২.	পরোপকারের মাধ্যমে মানসিক তৃপ্তি লাভ, বিশেষ করে সততার যে পুরস্কার রয়েছে তা শিশুদের উপলব্ধি করাতে হবে।	কেন্দ্রে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
	৩.	শিশুরা পরমত ও পরধর্ম সহিষ্ণু হয়ে উঠবে, এ জন্য বিভিন্ন ধর্মমতের গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়ক বাণী, পুস্তিকা, ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি শিখাতে হবে।	পাঠ্য পুস্তকে অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে।
	৪.	জীব সেবা তথা মানুষের সেবাই হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা করা। শিশুদের জীব সেবায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	পাঠ্য পুস্তকে অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে।
	৫.	শিশুদের মনে অন্যায় কাজের ফলে যে পাপ হয় সে পাপ বোধ উপলব্ধি করাতে হবে।	কেন্দ্রে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
	৬.	মহাপুরুষদের বাণী, নীতি কথা, ধর্মীয় শিক্ষামূলক শ্লোক এবং মনের ধর্মভাব জাগ্রত হয় এমন বাণী সমূহ শিক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	শিক্ষক সহায়িকায় অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে।
	৭.	পিতা-মাতাই শিশুর প্রথম ভগবান। সেই সত্যটি উপলব্দির ক্ষেত্রে ঠাকুর শ্রীশ্রী অনুকুল চন্দ্রের বাণী **"পিতার শ্রদ্ধা মায়ের টান সেই ছেলে হয় সাম্যপাণ"** এর আলোকে আরও মহামনীষীদের বাণী পাঠে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	শিক্ষক সহায়িকায় অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে।
	৮.	সত্য-মিথ্যার প্রভাব, সুফল-কুফল উদাহরণসহ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে দিক নির্দেশনা দিতে হবে।	কেন্দ্রে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
	৯.	সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আরাধনা করার অভ্যাস গঠন করতে হবে। এজন্য শিশুকে দুই বেলা মন্দিরে নিয়ে যেতে হবে।	কেন্দ্রে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
	১০.	শিশুকে সত্যবাদী করে গড়ে তুলতে হবে।	কেন্দ্রে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।

বিষয়	নং	সুপারিশমালা	মন্তব্য
	১১.	পরধর্ম সহিষ্ণুতা সম্পর্কে সুন্দর গঠন মূলক মনোভাব গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিতে হবে।	কেন্দ্রে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
	১২.	শিশুদের নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে পারিবারিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন : সততা, শিষ্ঠাচার, সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুরুজনদের কাছ থেকে শিশুরা শেখে।	কেন্দ্রে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
	১৩.	সুশিক্ষা ও ভদ্রতা সম্পর্ক, কুশিক্ষা ও অভদ্রতা সম্পর্ক কি? এর সুফল ও কুফল কি? তা শিশুদের ধারণা দিতে হবে।	পাঠ্য পুস্তকে অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে।
	১৪.	শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। বড়দের শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং ছোটদের প্রতি স্নেহশীল ও মমতাময়ী হবে।	কেন্দ্রে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
	১৫.	মহাভারত ও রামায়নের গল্প ছবিসহ সংযোজন করতে হবে।	পাঠ্য পুস্তকে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।
	১৬.	অন্যের ক্ষতি না করা (তাদের মধ্যে এই মানসিকতা জাগ্রত করতে হবে যে অন্যের ক্ষতি করলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভগবান তার ক্ষতি করবে।) মিথ্যা না বলা। কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা। গুরুজন কোন কাজের আদেশ দিলে তা পালন করা। বড়দের সম্মান করা ও নমঃস্কার জানানো। কোন ভাল কাজ করলে ভগবান তার মঙ্গল করবে এই মনোভাব জাগ্রত করা। অন্যের সম্পদ নষ্ট না করা। পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজে সহায়তা করা। শিশুদের মনে ভগবান /সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।	কেন্দ্রে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।

বিষয়	নং	সুপারিশমালা	মন্তব্য

বিষয়	নং	সুপারিশমালা	মন্তব্য
(খ) সনাতন ধর্মীয় ধর্মগ্রন্থ ও শিশুশিক্ষা			
	১)	**<u>সনাতন ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখিত অবশ্য পালনীয় কতিপয় নির্দেশনা অনুসরণ করা যেতে পারে-</u>** ● পৃথিবী, সূর্য, পিতা-মাতা, নারায়নকে প্রণাম করা। ● শৌচক্রিয়া অন্তে স্নান করা। ● ধৌত পোশাক পরিধান করা। ● পূর্ব বা উত্তরমুখী হয়ে পবিত্র আসনে বসে ভক্তি সহকারে ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করা। ● ঘুম থেকে উঠে প্রথমে ছেলেদের ডান পা এবং মেয়েদের বাম পা মাটিতে দেওয়া।	সনাতন ধর্ম শিক্ষা বইয়ে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
	২)	**<u>সনাতন ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠের নিয়ম-কানুন অনুসরণ -</u>** ● শ্রীমদভগবত গীতা, রামায়ণ, মহাভারত যে কোন দিন যেকোন সময় পাঠ করা যায়। ● অপরপক্ষে বেদ, শ্রীচন্ডী, শ্রীমভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করতে হলে দিন, ক্ষণ, তিথী, নক্ষত্র পঞ্জিকামতে শুভলগ্নে পাঠ করতে হয়।	গ্রন্থ পাঠের উল্লিখিত নিয়ম-কানুন সনাতন ধর্ম শিক্ষা বইয়ে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
	৩)	সনাতন ধর্মীয় গ্রন্থাদি সঠিক নিয়মে পাঠদানের জন্য গীতা শিক্ষা স্কুলের ন্যায় ধর্মীয় স্কুল স্থাপন করা যেতে পারে।	নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত।
	৪)	গীতা, শ্রীচন্ডী, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মীয় গ্রন্থাদি পাঠে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে।	শিশুতোষ ছবি ও আকর্ষণীয়ভাবে পাঠ্য পুস্তকে অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে।
	৫)	ধমীয় গ্রন্থ রচয়িতাদের জীবণী ও লেখা থেকে শিশুদের নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করা যেতে পারে।	পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

বিষয়	নং	সুপারিশমালা	মন্তব্য
(গ) সনাতন ধর্মীয় অনুশাসন ও রীতিনীতি অনুসরণে শিশুদের করণীয়			
	১)	গুরুজনদের ভক্তি করবে।	শিক্ষককে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
	২)	ঈশ্বরকে জানবে ও ভক্তি করবে।	পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভূক্ত করা যায়।
	৩)	পরিবার ও পরিবেশ সম্পর্কে জানবে।	ব্যবস্থা রয়েছে।
	৪)	শিশু উপযোগী করে সনাতন ধর্মের ১০টি লক্ষণ (অহিংসা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুভবুদ্ধি বা জ্ঞান, সত্য, অক্রোধ,) শিশুদের শেখানো।	সনাতন ধর্ম বইয়ে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
	৫)	বাড়িতে বা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম করবে।	শিক্ষককে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
	৬)	সহপাঠীদের প্রতি সহমর্মী হওয়া।	শিক্ষককে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
	৭)	শ্লোক ও স্তব এবং প্রণামমন্ত্র মুখস্থ করে বলবে।	পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভূক্ত করা যায়।
	৮)	নিত্য কর্ম পালন করবে (বৈদিক মতে)।	পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভূক্ত করা যায়।
	৯)	সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।	শিক্ষককে নির্দেশনা প্রদান করা যায়।

বিষয়	নং	সুপারিশমালা	মন্তব্য
(ঘ) শিশুশিক্ষায় দেব-দেবীর পূজা পার্বন ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান			
	১.	**<u>ঈশ্বর, দেব-দেবী ও জীব সম্পর্কে সাধারন জ্ঞান ঃ-</u>** ক) ঈশ্বর, দেব-দেবী ও জীব কে ও তাদের পরিচিতি। খ) তাদের মধ্যে পাথর্ক্য এবং ঐক্য সম্বন্ধে ধারণা। গ) ঈশ্বর সাকার না নিরাকার সে সম্পর্কে ধারণা। ঘ) ঈশ্বর ও দেব-দেবীর মহিমা বা গুরুত্ব বর্ণনা।	প্রকল্পে শিক্ষাকার্যক্রমে বর্তমানে প্রয়োগ করা হচ্ছে ।
	২.	**<u>পূজা-অর্চনার নিয়মাবলী সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান ঃ-</u>** ক) পূজা কী ? পূজা কেন করতে হয় ও তার গুরুত্ব। খ) পূজা অর্চনার সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক নিয়মাবলী। গ) প্রার্থনা/ ধ্যান কী ? প্রার্থনা /ধ্যান কেন করব ?	পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভূক্ত করা যায়।
	৩.	**<u>বিভিন্ন প্রকারের পূজা পার্বনের ধারণা ঃ-</u>** ক) পূজা পার্বণ কী ? খ) পূজার প্রাথমিক উপকরণ ও আচার সমূহ। গ) পূজার গুরুত্ব । ঘ) বিভিন্ন পূজার পরিচিতি ।	পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভূক্ত করা যায়।

বিষয়	নং	সুপারিশমালা	মন্তব্য
	৪.	**<u>বিভিন্ন প্রকার প্রণাম মন্ত্র ঃ-</u>** ক) মন্ত্র সম্পর্কে ধারণা। খ) মন্ত্রের গুরুত্ব ও ভিন্নতা। গ) ধ্যান-মন্ত্রের গুরুত্ব।	পাঠ্য পুস্তকে বর্তমানে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।
	৫.	**<u>ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ঃ-</u>** ক) গুরুজনদের সাথে আচার অনুষ্ঠান। খ) উপাসনালয়ের আচার আচরন। গ) দশবিধ সংস্কার সম্পর্কে ধারণা। ঘ) প্রণাম ও প্রার্থনা মন্ত্র সমূহ।	পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভূক্ত করা যায়।
	৬.	**<u>ধর্মীয় শিষ্ঠাচার ঃ-</u>** ক) শুদ্ধাচার ও পবিত্রতা। খ) সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে দেব-দেবীর ধারণা।	পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভূক্ত করা যায়।
(ঙ) তীর্থস্থান ও ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী স্থান সম্পর্কে শিশুদের জ্ঞান।			

বিষয়	নং	সুপারিশমালা	মন্তব্য
		তীর্থস্থান ঃ তীর্থস্থান পবিত্র স্থান। এখানে ঈশ্বরের মহীমা প্রকাশিত হয়। দেবতাদের লীলাস্থান ও মুনি-ঋষিদের সাধন ক্ষেত্রকেও তীর্থস্থান বলে।	
	১.	**তীর্থে যাওয়ার উদ্দেশ্য ঃ** (ক) মন পবিত্র হয়। (খ) মনে ধর্মীয় অনুভূতি জাগে। (গ) পাপ মোচন হয়। (ঘ) মনের কালিমা দূর হয়।	পাঠ্য পুস্তকে বর্তমানে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।
	২.	**তীর্থ স্থানের নাম ঃ** **ভারতের তীর্থস্থান ঃ** গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, পুরী, অযোধ্যা, নবদ্বীপ, তারাপীঠ, হরিদ্বার, কুম্ভমেলা, গঙ্গাসাগর, বারানসী, কন্যাকুমারী। **বাংলাদেশের তীর্থস্থান ঃ** চন্দ্রনাথ, লাঙ্গলবন্দ, লোকনাথ বাবার আশ্রম, কদমবাড়ী, কেন্দুয়া, শ্রী অঙ্গন, ওড়াকান্দী, ঢাকা দক্ষিণ (শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির), হেমায়েতপুর সৎসঙ্গ আশ্রম,পনাতীর্থ/সুনামগঞ্জ)।	পাঠ্য পুস্তকে বর্তমানে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।
	৩.	**ঐতিহ্যবাহী মন্দির ঃ** ১। শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী মন্দির, ঢাকা। ২। শ্রী শ্রী রমনাকালী মন্দির, ঢাকা। ৩। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও আশ্রম মন্দির, ঢাকা। ৪। শ্রী শ্রী কান্তজিউর মন্দির, দিনাজপুর। ৫। শ্রী শ্রী কালীবাড়ী ,টাঙ্গাইল। ৬। শ্রী শ্রী শেখরনগর কালীমন্দির, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ। ৭। যশোমাধব মন্দির, ধামরাই। ৮। শ্রী শ্রী শংকরমঠ, বরিশাল	পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভূক্ত করা যায়। (ছবি ও মন্দিরের পরিচিতি সহ)

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম - ৪র্থ পর্যায়

জাতীয় কর্মশালা-২০১৬ এর সুপারিশমালা

প্রকল্পের প্রশাসনিক কার্যক্রম

বিষয়	নং	সুপারিশমালা	মন্তব্য
প্রকল্পের প্রশাসনিক কার্যক্রম	১.	জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তাবায়নের স্বার্থে প্রকল্পটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের মাধ্যমে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের প্রস্তাব ।
	২.	প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত না হয় সে ব্যাপারে আগাম প্রস্তুতি গ্রহন পূর্বক সকল জনবলকে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে জব ব্রেক না রেখে সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা।	নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের প্রস্তাব ।
	৩.	সকল জেলায় জেলা কার্যালয় স্থাপন করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৪.	প্রকল্পে কর্মরত জনবলের প্রভিডেন্ট ফান্ড তৈরী করা।	নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের প্রস্তাব ।
	৫.	৫ম পর্যায়ে প্রকল্পের মেয়াদ ০৫ বছরে উন্নীত করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৬.	প্রকল্পের জনবল বৃদ্ধি করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৭.	উপজেলার সংখ্যা অনুযায়ী ফিল্ড সুপারভাইজারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৮.	বিভাগীয় কার্যালয় সৃষ্টি এবং বিভাগীয় কার্যালয়ে উপ-পরিচালক পদ সৃষ্টি করে সহকারী পরিচালকদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৯.	অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার আলোকে ফিল্ড সুপারভাইজার ও কম্পিউটার অপারেটরদের বয়স শিথিল করে উচ্চপদে আবেদনের ব্যবস্থা রাখা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১০.	ফিল্ড অফিসার পদ সৃষ্টি করা এবং ফিল্ড সুপারভাইজারদের ফিল্ড অফিসার পদে নিয়োগ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১১.	প্রকল্প দলিলে প্রতি জেলা কার্যালয়ে একটি করে ল্যাপটপ, ডিজিটাল ক্যামেরা, প্রজেক্টর ও স্ক্যানার প্রদানের ব্যবস্থা রাখা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১২.	প্রকল্পের সকল পর্যায়ের প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১৩.	উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য প্রকল্পের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ রাখা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১৪.	জেলা পর্যায়ে প্রতি বৎসর সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজনের ব্যবস্থা রাখা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১৫.	সহকারী পরিচালক এবং মাস্টার ট্রেইনারদের জন্য পৃথক মোটর সাইকেলের ব্যবস্থা করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১৬.	মহিলা সহকারী পরিচালকগণের জন্য বিকল্প যানবাহনের ব্যবস্থা করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১৭.	জেলা কার্যালয়ে একটি পাঠাগার স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১৮.	প্রকল্প দলিলে পরবর্তী পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধি করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	১৯.	প্রকল্প দলিলে প্রাক-প্রাথমিক স্তরকে ২ বৎসর মেয়াদী করা।	নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের প্রস্তাব ।
	২০.	বর্তমান ও ভবিষ্যতে দ্রব্যমূল্য বিবেচনা করে প্রকল্পের ৫ম পর্যায়ের ডিপিপিতে প্রত্যেক শিক্ষকের মাসিক সম্মানী বৃদ্ধি করণসহ নববর্ষ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।

বিষয়	নং	সুপারিশমালা	মন্তব্য
	২১.	শিক্ষকদের **সমন্বয় সভায়** যাতায়াত ভাতা ও নাশতার বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২২.	শিক্ষকগণের মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় বিকল্প শিক্ষকের সম্মানি ভাতার ব্যবস্থা করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২৩.	প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ০১ টি করে অনুশীলন বই সরবরাহ করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২৪.	প্রাক-প্রাথমিক স্তরে **''আমার প্রথম পড়া''** ও **''আমরা শিখি গণিত''** বই দুটি সমন্বয়ে একটি বই করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২৫.	শিক্ষা উপকরণসমূহ (যেমন-রঙিন কাগজ, স্কেল, বিভিন্ন প্রকার মডেল ইত্যাদি) বৃদ্ধি করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২৬.	প্রকল্প দলিলে পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ইউনিফর্মের ব্যবস্থা করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২৭.	প্রকল্প দলিলে পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা রাখা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২৮.	প্রকল্প দলিলে পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষাকেন্দ্রে চেয়ার, টেবিল ও বেল/ঘন্টার ব্যবস্থা করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	২৯.	জেলা ও উপজেলা মনিটরিং সভা রাখা এবং কমিটির সদস্যদের জন্য সম্মানীভাতা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৩০.	কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করণের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৩১.	কেন্দ্র মনিটরিং সভায় আপ্যায়ন ব্যয়ের বরাদ্দ প্রদান করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৩২.	নিরাপত্তাকর্মী ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের ২০তম গ্রেডে আউট সোসিং এর মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৩৩.	মটর সাইকেল জ্বালানী তেলের বরাদ্দ বর্তমানে প্রতি মাসে ৪০০০/- টাকার পরিবর্তে ৬০০০/- টাকায় উন্নীত করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৩৪.	মন্দিরভিত্তিক গীতা শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।
	৩৫.	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করা গেলে মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের জনবলকে ফাউন্ডেশনের জনবল হিসাবে আত্মীকরণের ব্যবস্থা করা।	নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের প্রস্তাব।
	৩৬.	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অফিস জেলা পর্যায়ে স্থাপন ও জনবল নিয়োগ করা হলে প্রকল্পের কার্যক্রম আরও বেগবান করা সম্ভব হবে।	নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের প্রস্তাব।
	৩৭.	প্রকল্পের কার্যক্রমকে আরও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মতবিনিময় সভার আয়োজন করা যায়।	নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের প্রস্তাব।
	৩৮.	মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়ে খন্ডকালীন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা যায়।	নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের প্রস্তাব।
	৩৯.	প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রতিবৎসর বেতনের ৫% ইনক্রিমেন্ট হিসেবে প্রদান করা যায়।	নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের প্রস্তাব।
	৪০.	জেলা/বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া/সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ও শিশুদের পুরস্কৃত করণের ব্যবস্থা রাখা।	প্রস্তাব গ্রহন করা যেতে পারে।

- সমাপ্ত -